বিষয়: জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNWRC) এর ১৮ তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, মাননীয় উপদেষ্টা ,পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	:	২৪ আগষ্ট, ২০২৫ খ্রিঃ
সময়	:	দুপুর ০২:০০ ঘটিকা
স্থান	:	ওয়ারপো সম্মেলন কক্ষ
সভার উপস্থিতি	:	**পরিশিষ্ট-ক**

জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভাপতি সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, মাননীয় উপদেষ্টা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভাপতি সমগ্র দেশের পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, আহরণ, বিতরণ, ব্যবহার, সুরক্ষা ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯ এ ২৪ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী কমিটি গঠিত রয়েছে, যার ১৭ তম সভা বিগত ০৫ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি আরও জানান, বর্তমানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ ও বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ হালনাগাদ করার লক্ষ্যে কাজ করছে। এ পর্যায়ে তিনি নির্বাহী কমিটির সদস্য-সচিব, ওয়ারপো'র মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব মোহাম্মদ লুৎফুর রহমানকে আলোচ্যসূচী মোতাবেক সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপনের অনুরোধ করেন।

আলোচ্যসূচী-১: নির্বাহী কমিটির ১৭তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ

মহাপরিচালক, ওয়ারপো গত ০৫ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত নির্বাহী কমিটির ১৭ তম সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং কোন সংশোধনী না থাকায়, তা দৃঢ়করণ করা হয়।

আলোচ্যসূচী-২: ১৭তম সভার সিদ্ধান্ত, বাস্তবায়ন, অগ্রগতি

ওয়ারপো'র মহাপরিচালক ১৭ তম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করেন এবং জানান যে, জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯ এবং বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ হালনাগাদপূর্বক খসড়া প্রস্তাব বিগত ০৮ জুলাই, ২০২৫ খ্রিঃ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। খসড়া শিল্পখাতে পানি ব্যবস্থাপনা নীতি (২০২৫) বিগত ১৩ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রিঃ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং মতামতের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। বর্তমানে খসড়া নীতিটি উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

তিনি আরও জানান যে, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশনের ৬ টি বিভাগে পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র/অনাপত্তিপত্র গ্রহণের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। তাছাড়া পরিকল্পনা কমিশন হতে সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা, ২০২২ এ পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) থেকে ছাড়পত্র/অনাপত্তিপত্র গ্রহণ করতে হবে মর্মে উল্লেখ করে পরিপত্র জারি করা হয়েছে। এছাড়া ওয়ারপো কর্তৃক জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত মোট ৪০০টি প্রকল্প ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। অধিকন্তু বিগত জুলাই, ২০১৩ সাল হতে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত সরকারি/বেসরকারি শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থাসহ মোট ৭৬টি প্রতিষ্ঠানকে ওয়ারপো কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান করা হয়েছে।

সভার এ পর্যায়ে ড. মো. শিবলি সাদিক, পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ প্রকল্পের ছাড়পত্রের ক্ষেত্রে শুরু থেকে প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্ব পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে ওয়ারপোর সংশ্লিষ্টতা থাকার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। জনাব হাসিন জাহান, কান্ট্রি ডিরেক্টর, ওয়াটারএইড, বাংলাদেশ ওয়ারপো কর্তৃক অনাপত্তিপত্র প্রদানকৃত প্রকল্পগুলোর পরবর্তী পরিবীক্ষণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

ওয়ারপো'র গবেষণা ও সমীক্ষা প্রকল্পের বিষয়ে মহাপরিচালক জানান যে, বর্তমানে ওয়ারপো-তে আধুনিক গবেষণাগার স্থাপনের পাশাপাশি ভূগর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা, সেন্সর-ভিত্তিক পানির গুণগতমানের পরীক্ষা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, বালু, বুড়িগঙ্গা, শীতালক্ষ্যা এবং তুরাগ নদীর নির্দিষ্ট স্থানের পানির নমুনা সংগ্রহপূর্বক গবেষণাগারে বিভিন্ন প্যারামিটারস এ্যানালাইসিসপূর্বক পানির গুণগত মানের সূচক (WQI) নির্ণয় করা হয়েছে। এছাড়া, পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক ওয়ারপো দেশের বিভিন্ন হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন ও গ্রহণ করেছে মর্মে সভায় উল্লেখ করেন।

ফরিদা আখতার, মাননীয় উপদেষ্টা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় পানির গুণগত মানের সূচকের বিভিন্ন কার্যক্রমের দিকে দৃষ্টি আরোপ এবং এ সমস্ত গুনগত মান বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা/সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

জনাব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ ওয়ারপো কর্তৃক বাস্তাবায়িত সেক্সর-ভিত্তিক পানির গুণগতমান অটোমেটেড ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম (ডিএসএস) এবং পানির গুণগত মানের সূচক (WQI) এর কার্যক্রম গ্রহণ করায় সন্তোষ প্রকাশ করেন পরবর্তী সকল প্রকল্পে এ ধারা অব্যাহত রাখার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন।

এ পর্যায়ে ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান, সদস্য (সচিব), কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন পানির গুণগত মানের পরীক্ষার জন্য প্রতিটি নদীর উৎস এবং মুখে একটি নির্দেশক/প্রতিপাদক ও মান নির্ধারণ রাখার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। এছাড়া, ভূগর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা নিরূপণ সংক্রান্ত অবশিষ্ট ১৪ টি জেলার প্রকল্পের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের জন্য ডিপিপি প্রণয়নের কথা উল্লেখ করেন।

মহাপরিচালক, ওয়ারপো উল্লেখ করেন, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)-কে 'পানি সম্পদ পরিকল্পনা অধিদপ্তর' এ রূপান্তরের নিমিত্ত একটি সার-সংক্ষেপ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত দিকনির্দেশনা ও পুণর্গঠিত প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার) এর ২.২ (১) অনুযায়ী গত ২৭ জুলাই, ২০২৫ তারিখে একটি প্রস্তাবনা ওয়ারপো থেকে 'নিকার' এ উপস্থাপনের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, বরেন্দ্র এলাকার রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাগঞ্জ জেলায় প্রকল্পের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তরকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উপরন্তু, তিনি পানির মূল্য নির্ণায়ক গাইডলাইনস প্রণয়ন এবং বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ২৯ ও ৩০(১) ধারা মোবাইল কোর্ট এর তফসিলভুক্ত করার বিষয়ে উল্লেখ করেন।

এছাড়া, "জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ" এর ৮ম সভা বিগত ২৪ মে, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্যায়ে সভাপতি বলেন, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ প্রণয়নের পর অদ্যাবধি কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি এবং নভেম্বর, ২০২৫ এর মধ্যে 'জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ' এর সভা আয়োজনের বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ খসড়া প্রস্তাবে "জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ" এর সদস্য সংখ্যা ৪৩ এর পরিবর্তে ২৪ জন করে প্রস্তাব করা হয়েছে যা সভায় অবহিত করা হয়।

আলোচ্যসূচী-৩: পানি সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা উপস্থাপন

(ক) রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ, ৩টি জেলার পানি সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা সম্পর্কিত

ওয়ারপো'র মহাপরিচালক রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার পানি সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা সম্পর্কিত প্রস্তাবনা উপস্থাপনকালে সভাকে অবহিত করেন যে, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ কার্যকরকরণ (Operationalizing Integrated Water Resources Management (IWRM) in compliance with Bangladesh Water Rules, 2018) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলের রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ, ৩টি জেলায় ৫০টি পর্যবেক্ষণ কূপ স্থাপন করা হয়েছে। সমীক্ষা শেষে উক্ত তিনটি জেলার ২১৫ টি ইউনিয়নের (৪৯১১ টি মৌজা) মধ্যে ৪৭ টি ইউনিয়ন (১৪৬৯ টি মৌজা) অতি উচ্চ পানি সংকটাপন্ন, ৪০ টি ইউনিয়ন (৮৮৪ টি মৌজা) উচ্চ পানি সংকটাপন্ন, ৬৬ টি ইউনিয়ন (১২৪০ টি মৌজা) মধ্যম মাত্রার পানি সংকটাপন্ন, ৩০ টি ইউনিয়ন (৭০১ টি মৌজা) নিম্ন পানি সংকটাপন্ন, ৩২ টি ইউনিয়ন (৬১৭ টি মৌজা) অতি নিম্ন পানি সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে মর্মে তিনি সভায় জানান।

এছাড়া সমীক্ষা প্রকল্প হতে প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে রাজশাহী জেলার পবা ও তানোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল ও গোমস্তাপুর এবং নওগা জেলার নিয়ামতপুর ও সাপাহার উপজেলায় শুনানি সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে সভায় অবহিত করেন। তিনি বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৭ অনুযায়ী 'সরকার নির্বাহী কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে জলাধার বা পানিধারক স্তরের সুরক্ষার জন্য যথাযথ অনুসন্ধান, পরীক্ষা নিরীক্ষা বা জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেকোন এলাকা বা এর অংশবিশেষ বা পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট যেকোন ভূমিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পানি সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষণা করতে পারবে' মর্মে সভাকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, পানি সংকটাপন্ন এলাকার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য

প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানের বিষয়ে আইনগতভিত্তি হিসেবে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৭ (৩) এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২৭-এ স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। বাস্তবায়িত প্রকল্প থেকে পানি সংকটাপন্ন এলাকার জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করা হয় যা জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়। এছাড়া, তিনি আগামী ১০ বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ও মৌজাকে পানি সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণার জন্য প্রস্তাব পেশ করেন।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) মাননীয় উপদেষ্টা, কৃষি মন্ত্রণালয় বরেন্দ্র এলাকা তথা সমীক্ষা এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির পরিবর্তে ভূপরিস্থ পানির ব্যবহারের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি অধিক পানি নির্ভর ফসল উৎপাদন সীমিত/নিরুৎসাহিত করার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া হাওর প্রতিবেশ সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটিতে সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশ সুপার বা উপযুক্ত প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মতামত প্রদান করেন।

জনাব মো: মোকাব্বির হোসেন, সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, ভূগর্ভস্থ পানি যত্রতত্র ব্যবহার করা যাবে না এবং ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। তাছাড়া, ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানির দূষণ রোধে সকলের সচেতনতা বিষয়ে আলোকপাত করেন।

ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, বরেন্দ্র অঞ্চলের অধিক পানি নির্ভরশীল শস্য উৎপাদনকে নিরুৎসাহিত করতে হবে। এছাড়া সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের সময়সীমা কমাতে হবে। সেচ কাজের সমন্বয়ের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়ে মত প্রকাশ করেন।

জনাব মোহাম্মদ নাভিদ শফিউল্লাহ, অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলাবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সভায় উল্লেখ করেন যে, পরিবেশ অধিদপ্তর ও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে সমন্বিতভাবে ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

জনাব মো: সাইফুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সভায় জানান যে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা ব্যতীত রাজশাহী ও নওগাঁ জেলায় আর্সেনিকের প্রভাব কম লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া, পানি সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণার ফলে শিল্প ও কৃষির সকল নলকূপ বন্ধের বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আরোপ করেন এবং খাবার পানি সরবরাহ কিভাবে নিশ্চিত করা যায় ও তা ব্যবহারের সুযোগ থাকার বিষয়েও মত প্রকাশ করেন। উল্লেখ যে, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুযায়ী খাবার পানিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

জনাব হাসিন জাহান, কান্ট্রি ডিরেক্টর, ওয়াটারএইড, বাংলাদেশ সভায় জানান যে, ক্রমান্বয়ে অধিক পানি নির্ভর ফসল হ্রাসের দিকে যাওয়া প্রয়োজন। বৃষ্টির পানির সংরক্ষণ, পুনর্ভরণ ও বরাদ্দের বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন থাকার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। এছাড়া, শুধুমাত্র রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ, ৩টি জেলার পরিবর্তে সমস্ত বাংলাদেশের জন্যে এ্যানালাইসিসপূর্বক সকল মানুষের মাঝে একটি সচেতনতামূলক বার্তা পৌছে দেয়ার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন।

এ পর্যায়ে সভাপতি পানি সংকটাপন্ন এলাকায় বিধিনিষেধ সম্পর্কে জানান যে, পানি সংকটাপন্ন এলাকায় খাবার পানি ব্যতীত নতুন করে নলকূপ স্থাপন ও ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন বন্ধ থাকবে এবং ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনকারী শিল্প বা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাবে না। তিনি আরও জানান যে, খাল, বিল, পুকুর, নদী এবং অন্যান্য জলাশয় জনগণের প্রাপ্যতা নিরূপণের জন্য শ্রেণি পরিবর্তন করা যাবে না এবং খাস জলাশয় ও জলমহালসমূহ নির্ধারিত সময়ের পর জনস্বার্থে ইজারা দেওয়া যাবে না।

(খ) চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার পানি সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা সম্পর্কিত

ওয়ারপো'র মহাপরিচালক চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার পানি সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা সম্পর্কিত প্রস্তাবনা উপস্থাপনকালে জানান যে, চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলা কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও কৃষি এলাকা, যেখানে অতিরিক্ত শিল্প খাতে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন, লবণাক্ততা ও বৃষ্টির পানি পুনঃভরণ ব্যবস্থার অভাবের কারণে শুষ্ক মৌসুমে পানির স্তর ক্রমশ নিচে নেমে যাচ্ছে, ফলে অনেক হ্যান্ড টিউবওয়েল অকেজো হয়ে পড়ছে এবং নিরাপদ পানির সরবরাহ হুমকির মুখে পড়ছে। ওয়ারপো'র সমীক্ষায় তিনটি একুইফার সনাক্ত হয়েছে, যার মধ্যে গভীর একুইফার তুলনামূলকভাবে মিঠা পানি সরবরাহের উপযোগী হলেও অতিরিক্ত পানি উত্তোলনের কারণে তা ঝুঁকিপূর্ণ হচ্ছে। ওয়ারপো পরিচালিত সমীক্ষা ও হাইড্রোলজিক্যাল মডেলিং অনুযায়ী, ১৭টি ইউনিয়ন (১০৪ টি মৌজা) ও ০১ টি পৌরসভার (০৯ টি ওয়ার্ড) মধ্যে ০৮ টি ওয়ার্ড, ০৩ টি ইউনিয়ন (০৭ টি মৌজা)

অতি উচ্চ পানি সংকটাপন্ন এবং ০১ টি ওয়ার্ড, ০৪ টি ইউনিয়ন (২৮টি মৌজা) উচ্চ পানি সংকটাপন্ন এবং ০৫ টি ইউনিয়ন (৩৫ টি মৌজা) মধ্যম পানি সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, যেখানে পানির স্তর বিপজ্জনকভাবে নিচে নেমে যাচ্ছে। এছাড়া বিগত, ২৪-২৬ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে পটিয়া উপজেলার ১৭ টি ইউনিয়নে গ্রামীণ অংশগ্রহণমূলক সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে সভায় অবহিত করা হয়।

জনাব এস এম মাহবুবুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, আইডব্লিউএম সভায় জানান যে, চট্টগ্রাম ওয়াসা পাইপ লাইনের মাধ্যমে প্রতিদিন ৬০ কি.মি. দুরত্বে পানি সরবরাহ করে থাকে। এছাড়া, তিনি খাবার ও গৃহস্থালির পানি ব্যবহারের অগ্রাধিকার এবং যে সমস্ত এলাকায় পর্যাপ্ত ভূপরিস্থ পানি রয়েছে সে সমস্ত এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারে জনগণকে নিরুৎসাহিত করার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন।

এ পর্যায় সভাপতি অতি উচ্চ পানি সংকটাপন্ন, উচ্চ পানি সংকটাপন্ন ও মধ্যম পানি সংকটাপন্ন এলাকাসমূহকে বিবেচনা করে সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করার জন্য নির্বাহী কমিটির অনুমোদনের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করেন। অধিকন্তু সংকটাপন্ন এলাকায় বিধিনিষেধ ও করণীয় বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/ সংস্থা সাথে আলোচনা করে চূড়ান্ত করার মতামত ব্যক্ত করেন। আগামী ০৩ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/ সংস্থা পানি সংকটাপন্ন এলাকা ও সুরক্ষা আদেশে বর্ণিত বিধি নিষেধ ও সুপারিশের ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে মর্মে সভায় প্রস্তাব করেন। এছাড়া নোয়াখালী জেলার সূবর্ণচর উপজেলায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভূগর্ভস্থ পানির অবস্থা নিরূপণপূর্বক পানি সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

আলোচ্যসূচী-৪: টাঙ্গুয়ার হাওর ও হাকালুকি হাওর সুরক্ষা আদেশ সংক্রান্ত প্রস্তাবনা উপস্থাপন

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্তৃক টাঙ্গুয়ার হাওর ও হাকালুকি হাওর সুরক্ষা আদেশ সংক্রান্ত প্রস্তাবনাটি মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভায় উপস্থাপন করেন। উক্ত প্রস্তাবনায় বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং দেশের অন্যতম সংবেদনশীল জলজ বাস্তুতন্ত্রসমৃদ্ধ টাঙ্গুয়ার হাওর ও হাকালুকি হাওর জলাধার দুটি সংরক্ষণ করার নিমিত্ত সুরক্ষা আদেশ জারি করা প্রয়োজন মর্মে সুপারিশ করা হয়। সভায় আরো জানানো হয় যে, জলচর পাখি, মৎস্য ও জলজ উদ্ভিদের আবাসস্থল হিসেবে এ হাওর দুটি স্থানীয় জীববৈচিত্র্য, জীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। অনিয়ন্ত্রিত পর্যটন, বালু উত্তোলন, বর্জ্য নিঃসরণ ও পরিবেশ বিধ্বংসী নৌচলাচলসহ নানা কারণে এ অঞ্চলের পরিবেশ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। এ প্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ২২(১)(খ), ২২(৩) এবং ধারা ২৭ এর আলোকে দেশের জলাধারের সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে সুরক্ষা আদেশ জারির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ২৭ মোতাবেক সুরক্ষা আদেশ প্রদানের পূর্বে বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩৯ দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে শুনানির মাধ্যমে স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণি পেশার জনগণের বক্তব্য বিবেচনায় নেয়ার নির্দেশনা রয়েছে।

হাওরের সুরক্ষা আদেশের প্রতিপালনীয় বিধি বিধান সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় টাঙ্গুয়ার হাওর ও হাকালুকি হাওরের জন্য সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর ও মধ্যনগর, সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ ও গোলাপগঞ্জ এবং মৌলভীবাজার জেলার জুড়ি, বড়লেখা ও কুলাউড়া উপজেলার জেলে, কৃষক, স্থানীয় জনগণ, সুশীল সমাজ, নারীকর্মী, তরুণ সমাজ, পানি ব্যবস্থাপনা দল, শিক্ষক, এনজিও, সাংবাদিক, পরিবেশবাদী সংগঠনের প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনের উপস্থিতিতে টাঙ্গুয়ার হাওর ও হাকালুকি হাওরের সুরক্ষা আদেশ জারির লক্ষ্যে শুনানি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রস্তাবিত খসড়া সুরক্ষা আদেশে সর্বসাধারণ, হাউসবোট/ নৌযান মালিক, ট্যুর অপারেটর ও পর্যটকদের জন্য অনুসরণীয় বিষয়াদি উপস্থিত সকলের নিকট বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়।

ফরিদা আখতার, মাননীয় উপদেষ্টা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, সরকারের অনুমতি ব্যতিত খাল, বিল, পুকুর, নদী তথা কোনো জলাধারের শ্রেণি পরিবর্তন করা যাবে না, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া হাওর অঞ্চলে মাছের অভয়াশ্রম নিশ্চিত করতে হবে। হাওরে বৃক্ষরোপন করে অতিথি পাখি আসার ব্যবস্থা করতে হবে।

এ পর্যায় সভাপতি টাঙ্গুয়ার হাওর ও হাকালুকি হাওরের প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য রক্ষার লক্ষ্যে হাওর দুটিতে সুরক্ষা আদেশ জারি করার জন্য নির্বাহী কমিটির অনুমোদনের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করেন।

আলোচ্যসূচী-৫: বিবিধ।

ওয়ারপো'র মহাপরিচালক সভায় জানান যে, বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ মোতাবেক, ওয়ারপো, জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার (এনডব্লিউআরডি) সংরক্ষণ করে থাকে। সকল দপ্তর/সংস্থা নিজ উদ্যোগে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে পানি সম্পদ তথ্য উপাত্ত ওয়ারপোকে সরবরাহ করার কথা থাকলেও বিনামূল্যে তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করছে না। তিনি আরো বলেন প্রতিটি দপ্তরের পৃথক পৃথক তথ্য-উপাত্ত বিতরণ নীতি থাকায় ওয়ারপো কর্তৃক রাজস্ব বাজেট থেকে তথ্য-উপাত্ত ক্রয় করতে হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে তথ্য-উপাত্ত ক্রয়ের জন্য ওয়ারপো'র রাজস্ব খাতে অতিরিক্ত বাজেটের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন।

ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান, সদস্য (সচিব), কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন সভায় জানান যে, বিএডিসি, বিএমডিএ ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তথ্য-উপাত্ত ওয়ারপো-কে সরবরাহ করার বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত রয়েছে। তিনি আরও জানান যে, প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্য-উপাত্ত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অব্যাহতি (Exemptions) রয়েছে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রেও ছাড় (Concession) রয়েছে। তিনি ওয়ারপো-কে বিনামূল্যে তথ্য-উপাত্ত সরবরাহের বিষয়টি বিবেচনার জন্য সভায় মত প্রকাশ করেন ।

এছাড়া, মহাপরিচালক, ওয়ারপো উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ অনুযায়ী নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পানি সম্পদের উপর এমন কোন স্থাপনা নির্মাণ বা ভরাট কার্যক্রম গ্রহণ করেন যা জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি বা এর গতিপথ পরিবর্তন করে, তাহলে উক্ত জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিতকল্পে অপসারণ আদেশ (removal order) ইস্যু করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ক্ষমতা অর্পণ করার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। সভায়, সকল সদস্য সংশ্লিষ্ট জেলার 'জেলা প্রশাসক' ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মহাপরিচালক, ওয়ারপো কে অপসারণ আদেশ ইস্যু করার ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়টি ডেলিগেশন করার বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.০	ক) নির্বাহী কমিটির ১৭তম সভার কার্যবিবরণীর ওপর কোন সংশোধনীর প্রস্তাব না থাকায় তা দৃঢ়করণ করা হয়।	
২.০	ক) জাতীয় পানি নীতি (১৯৯৯); বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং খসড়া শিল্পখাতে পানি ব্যবস্থাপনা নীতি (২০২৫) এর হালনাগাদসহ অনুমোদনের যাবতীয় কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় / পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)
	খ) সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আরএডিপি)-তে উত্থাপনের জন্য দক্ষিণ-কেন্দ্রীয়, উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-কেন্দ্রীয় (কিশোরগঞ্জ জেলা) হাড্রলজিক্যাল অঞ্চলের অবশিষ্ট ১৪টি জেলার প্রকল্প প্রণয়নপূর্বক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)
	গ) পানির গুনগতমান পরীক্ষার গাইডলাইন প্রণয়ন করতে হবে।	
৩.০	ক) রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ এবং চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার গবেষণা হতে প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে অতি উচ্চ, উচ্চ ও মধ্যম পানি সংকটাপন্ন এলাকাসমূহকে পানি সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় / পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) / সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থা
	খ) আগামী ১০ বছরের জন্য সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হবে এবং ৩ বছর অন্তর অন্তর তা মূল্যায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
	গ) পানি সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণার বিষয়টি সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপনে প্রকাশ করতে হবে।	
	ঘ) পানি সংকটাপন্ন এলাকা এবং টাঙ্গুয়ার হাওর ও হাকালুকি হাওর সুরক্ষা আদেশে বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী সংস্থার করণীয় চিহ্নিত করার জন্য বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি নিয়ে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করতে হবে।	
	ঙ) আগামী ০৩ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/ সংস্থা পানি সংকটাপন্ন এলাকায় পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।	

	চ) সংশ্লিষ্ট সংকটাপন্ন এলাকায় পুকুরের বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সংগ্রহ করতে হবে।	
	ছ) নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় অগ্রাধিকারভিত্তিতে ভূগর্ভস্থ পানির অবস্থা নিরূপণপূর্বক পানি সংকটাপন্ন এলাকা সংক্রান্ত পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
৪.০	ক) টাঙ্গুয়ার ও হাকালুকি হাওরের সুরক্ষা আদেশ ঘোষণার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) / বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর / সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থা
	খ) টাঙ্গুয়ার ও হাকালুকি হাওরের সুরক্ষা আদেশের বিষয়টি সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপনে প্রকাশ করতে হবে।	
	গ) হাওর প্রতিবেশ সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটিতে সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশ সুপার কে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। ঘ) আগামী ০৩ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/ সংস্থা টাঙ্গুয়ার ও হাকালুকি হাওরের প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য রক্ষায় করণীয় সম্পর্কে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।	
৫.০	ক) পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার (এনডব্লিউআরডি) তে সংরক্ষণের জন্য তথ্য-উপাত্ত বিনামূল্যে সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থায় পত্র প্রেরণ করতে হবে।	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) / সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থা
	খ) বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা ২০১৮ প্রয়োগ ও কার্যকরণের নিমিত্ত বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩ এর ধারা ১৩ অনুযায়ী অপসারন আদেশ (removal order) ইস্যু করিবার জন্য জেলা প্রশাসক (সকল) ও মহাপরিচালক (ওয়ারপো) এর নিকট ক্ষমতা অর্পন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) / জেলা প্রশাসক (সকল)

পরিশেষে সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান)
উপদেষ্টা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি

সদয় অবগতি/প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মাননীয় উপদেষ্টা, কৃষি মন্ত্রণালয় ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মাননীয় উপদেষ্টা, ভূমি মন্ত্রণালয় ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। মাননীয় উপদেষ্টা, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। মাননীয় উপদেষ্টা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

১০। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১১। সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১২। সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৩। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

১৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি, গ্রীণ রোড, ঢাকা।

১৫। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

১৬। প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি, কাকরাইল, ঢাকা।

১৭। সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি, গ্রীণরোড, ঢাকা।

১৮। নির্বাহী পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং ও সদস্য নির্বাহী কমিটি, উত্তরা, ঢাকা (সরকার কর্তৃক মনোনীত পানি বিশেষজ্ঞ)।

১৯। ড. মো. শিবলি সাদিক, পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ ও সদস্য, সির্বাহী কমিটি, গুলশান, ঢাকা (সরকার কর্তৃক মনোনীত পানি বিশেষজ্ঞ)।

২০। জনাব হসিন জাহান, কান্ট্রি ডিরেক্টর, ওয়াটারএইড বাংলাদেশ ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি, বনানী, ঢাকা (সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন এনজিও প্রতিনিধি)।